



335350 - করমস্থলে সজেদা দলিে করনোয় আক্রান্তরে আশংকা থকেে তনিকি সজেদা বাদ দবিনে; নাকি নামাযগুলো বাড়ীতে পড়বনে?

প্রশ্ন

করনো ভাইরাসরে এ কঠনি দিনগুলোতে আমার করমস্থলে নিয়িম হল আমরা জীবানুমুক্ত থাকার ব্যাপারে খুবই সচতেন। এমনকি আমরা যখন করডি়ের দিয়ে যাতায়াত করি কিংবা টয়লটে যাই সক্ষেত্রেও আমরা মাস্ক পরে যাই। আমার প্রশ্ন হল নামাযে সজেদা দয়ো সম্পর্কে? সজেদার সময় নাক ফলের কিংবা জায়নামায স্পর্শ করে। এখানরে ফলের তে আর বাসার ফলেররে মত নয়। প্রত্যেকে এখানে জুতা নিয়ে হাঁটে। তাই এখানে ফলের থকেে নাক দিয়ে ভাইরাস সংক্রমণরে বড় ধরণরে আশংকা রয়েছে। যদি আমি নামায পড়িও এবং কোন একজন সহকর্মী আমাকে দেখে ফলেনে তাহলে সমস্যা। কেনে সক্ষেত্রে আমি সকল নীতমালা ও চকিৎসা সংক্রান্ত সতর্কতাগুলো ভঙ্গকারী গণ্য হব। এমতাবস্থায় আমি কি সজেদা ছাড়া নামায পড়ব? নাকি আমি নামাযগুলো একত্রে আমার বাসায় পড়ব?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

এক:

সজেদা নামাযরে একটি রুকন। অক্ষম ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সজেদা ছাড়া নামায সহহি হবে না; সে অক্ষমতা রোগরে কারণে হোক কিংবা কোন নাপাক স্থানে বন্দি থাকার কারণে হোক; সক্ষেত্রে তারা ইশারায় সজেদা দবিে।

'কাশাফুল ক্বনি' গ্রন্থে (১/৩৫১) বলেন: "সক্ষমতা থাকাবস্থায় এই অঙ্গগুলোর উপর তথা সাতটি অঙ্গ: নাকসহ কপাল, হাতদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পাদদ্বয়রে উপর সজেদা দয়ো: নামাযরে রুকন। যহেতে ইবনে আব্বাস (রাঃ) মারফু হাদিসি বর্ণনা করছেনে যে, আমাকে সাতটি হাড়রে উপর সজেদা দয়োর আদশে দয়ো হয়েছে: কপালরে উপর, তনিহাত দিয়ে নাকরে দকিে ইশারা করলনে, হাতদ্বয়রে উপর, হাঁটুদ্বয়রে উপর এবং পায়রে অঙ্গগুলরে অগ্রভাগরে উপর।"[মুত্তাফাকুন আলাইহা]

তনি আরও বলছেনে: "যখন তোমাদরে কটে সজেদা করে তখন তার সাথে সাতটি অঙ্গ সজেদা করে: মুখমণ্ডল, কব্জদ্বয়, হাঁটুদ্বয়, পায়রে পাতাদ্বয়।"[সহহি মুসলমি]

পক্ষান্তরে, যে হাদসিে এসছে "আমার চহোরা সজেদা দয়িছে..." সে হাদসি অন্য অঙ্গগুলোর সজেদা দয়োকে নাকচ করে না।



বরং সখোনে চহোরাকবে বশিষেভাবে উল্লখে করা হযছে যহেতে সজেদা দয়োর ক্ষত্রে কপালই হলো প্রধান। তাই নামায আদায়কারী সজেদা দয়োকালে যখনই এ অঙ্গগুলোর কোনটির ক্ষত্রে ব্যত্যয় ঘটবে তার সজেদা সহি হবো না।

"যদি কপাল দিয়ে সজেদা দিতে অক্ষম হয় তাহলে যতটুকু পারে ইশারা করবে এবং অপর অঙ্গগুলোর সজেদা দয়ো মওকুফ হয়ে যাবে। যহেতে সজেদা দয়োর ক্ষত্রে কপালই হলো প্রধান। অন্য অঙ্গগুলো কপালরে অনুবর্তী। তাই প্রধান অঙ্গরে জন্য মওকুফ হয়ে গেলে অন্য অঙ্গরে জন্যও মওকুফ হয়ে যায়। আর যদি কপাল দিয়ে সজেদা দিতে সক্ষম হয় তাহলে পূর্বকোক্ত হতুর ভিত্তিতে অন্য অঙ্গগুলো কপালরে অনুবর্তী হবে।"[সমাপ্ত]

দুই:

নামাযকে এর ওয়াক্ত থেকে বলিম্ব করা বধৈ নয়; যাহরকে আসররে সাথে একত্রতি করা এবং মাগরবিকে এশার সাথে একত্রতি করা একত্রতিকরণকে বধৈকারী ওজররে প্রক্ষেতি জায়বে।

ওজররে বিবরণ: [147381](#) নং প্রশ্নোত্তরে দেখুন।

রোগে আক্রান্ত না হওয়ার জন্য যবে সতর্কতার কথা আপনি উল্লখে করছেন সেটো সজেদা বাদ দয়ো কথিবা নামায একত্ররে আদায় করার কোন ওজর নয়। আপনার পক্ষে একটি জায়নামায রখে দয়ো সম্ভব; যবে জায়নামাযরে উপর আপনি নামায আদায় করবনে এবং জায়নামাযরে যবে অংশটি ফলোরকে স্পর্শ করে সে অংশটি জীবানুমুক্ত করে নবিনে।

অনুরূপভাবে আপনি কিছু পরচ্ছন্ন পলথিনি আপনার সাথে রাখতে পারনে। প্রত্যকেবার একটি পলথিনিরে উপরে নামায পড়ে নামায শেষে সেটি ডাস্টবনি ফলে দবিনে। এভাবে আপনি ফলোর থেকে ক্ষতগ্রিস্ত হওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করতে পারবনে এবং সংক্রমণ থেকেও নিজেকে রক্ষা করতে পারবনে।

আল্লাহই সর্বজ্ঞঃ।